[৮] প্রতিটি বর্ণ ½ মাত্রা— ধাগেনাধাতেটে	[৮] প্রতিটি বর্ণ ½ মাত্রা— ধা গে না ধা তে টে
[৯] তাল বিভাগের চিহ্ন—"|"	[৯] তাল বিভাগের চিহ্ন নাই।
[১০] সম্ এর চিহ্ন—"×"	[১০] সম্ এর চিহ্ন—"১"
[১১] ফাঁক বা খালির চিহ্ন—"০"	[১১] ফাঁক বা খালির চিহ্ন—"+"
[১২] তালির চিহ্ন—২, ৩, ৪, ইত্যাদি	[১২] তালির স্থানে মাত্রা সংখ্যা।

॥ দক্ষিণ ভারতীয় বা কর্ণাটী তাল পদ্ধতি ॥

কর্ণাটী সঙ্গীতে তালের সংখ্যা সীমিত। পূর্বে এই তালের সংখ্যা ছিল ১০৮। আধুনিককালে মোট তালের সংখ্যা হইল ৩৫টি। মুখ্য তাল সাতটি। যথা—ধ্রুবতাল, মঠতাল, রূপকতাল, ঝম্পতাল, ত্রিপুটতাল, অঠতাল ও একতাল। এই সাতটি তালের প্রত্যেকের আবার পাঁচটি করিয়া জাতি আছে। এইভাবে ৭×৫=৩৫টি তালের সৃষ্টি হইয়াছে। পাঁচটি জাতির নাম হইল—চতস্রজাতি, তিস্রজাতি, মিশ্রজাতি, খণ্ডজাতি ও সঙ্কীর্ণজাতি। এই জাতি কি প্রকার বুঝিতে হইলে প্রথমে তাল চিহ্ন সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন। কর্ণাটী পদ্ধতিতে তাল লিখিবার জন্য ছয় প্রকার চিহ্ন ব্যবহার হইয়া থাকে। এই ছয়টি চিহ্নের নাম ও মাত্রা সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল—

	নাম	চিহ্ন	মাত্রা
[১]	অনুদ্রুত বা বিরাম	◡	১ মাত্রা।
[২]	দ্রুত	0	২ মাত্রা।
[৩]	লঘু	|	৪ মাত্রা।
[৪]	গুরু	S	৮ মাত্রা।
[৫]	প্লুত	३	১২ মাত্রা।
[৬]	কাকপদ	+	১৬ মাত্রা।

উল্লিখিত ছয়টি চিহ্নের মধ্যে শেষ তিনটি চিহ্নের ব্যবহার আধুনিক কর্ণাটী পদ্ধতিতে নাই। যখন ১০৮টি তালের প্রয়োগ ছিল তখন উহাদের ব্যবহার হইত। ৩৫টি তালের ক্ষেত্রে কেবল অনুদ্রুত বা বিরাম, দ্রুত ও লঘু এই তিনটি চিহ্নের প্রচলন আছে, এই তিনটি চিহ্নের মধ্যে লঘুর চিহ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ

IND CamScanner App

জাতিভেদে লঘুর মাত্রা সংখ্যা পরিবর্তিত হয়। যেমন—
চতস্র—জাতিতে লঘুর মাত্রা সংখ্যা হয়—৪। তিস্র—জাতিতে লঘুর মাত্রা সংখ্যা হয়—৩। মিশ্র—জাতিতে লঘুর মাত্রা সংখ্যা হয়—৭। খণ্ড—জাতিতে লঘুর মাত্রা সংখ্যা হয়—৫। সঙ্কীর্ণ—জাতিতে লঘুর মাত্রা সংখ্যা হয়—৯।

নিম্নলিখিত চিহ্ন দ্বারা দক্ষিণ ভারতীয় পণ্ডিতগণ তাল চিহ্নিত করিয়াছেন—

	তালনাম	তালচিহ্ন	আঘাত	মোটমাত্রা
[১]	ধ্রুবতাল	IOII	৪	১৪ মাত্রা
[২]	মঠতাল	IOI	৩	১০ মাত্রা
[৩]	রূপকতাল	IO	২	৬ মাত্রা
[৪]	ঝম্পতাল	I ⌣ O	৩	৭ মাত্রা
[৫]	ত্রিপুটতাল	IOO	৩	৮ মাত্রা
[৬]	অটতাল	IIOO	৪	১২ মাত্রা
[৭]	একতাল	I	১	৪ মাত্রা

[সাতটি তালের ৩৫ প্রকার জাতির তালিকা]

তালনাম	জাতি	তালচিহ্ন	মাত্রা সংখ্যা
ধ্রুবতাল	তিস্র	IOII	৩+২+৩+৩ = ১১
	চতস্র	IOII	৪+২+৪+৪ = ১৪
	মিশ্র	IOII	৭+২+৭+৭ = ২৩
	খণ্ড	IOII	৫+২+৫+৫ = ১৭
	সঙ্কীর্ণ	IOII	৯+২+৯+৯ = ২৯
মঠতাল	তিস্র	IOI	৩+২+৩ = ৮
	চতস্র	IOI	৪+২+৪ = ১০
	মিশ্র	IOI	৭+২+৭ = ১৬
	খণ্ড	IOI	৫+২+৫ = ১২
	সঙ্কীর্ণ	IOI	৯+২+৯ = ২০

IND CamScanner App

[illegible]	জাতি	তালচিহ্ন	মাত্রা সংখ্যা
	তিস্র	I0	৩+২ = ৫
	চতস্র	I0	৪+২ = ৬
[illegible]	মিশ্র	I0	৭+২ = ৯
	খণ্ড	I0	৫+২ = ৭
	সঙ্কীর্ণ	I0	৯+২ = ১১
	তিস্র	I ◡ 0	৩+১+২ = ৬
	চতস্র	I ◡ 0	৪+১+২ = ৭
[illegible]	মিশ্র	I ◡ 0	৭+১+২ = ১০
	খণ্ড	I ◡ 0	৫+১+২ = ৮
	সঙ্কীর্ণ	I ◡ 0	৯+১+২ = ১২
	তিস্র	I00	৩+২+২ = ৭
	চতস্র	I00	৪+২+২ = ৮
[illegible]	মিশ্র	I00	৭+২+২ = ১১
	খণ্ড	I00	৫+২+২ = ৯
	সঙ্কীর্ণ	I00	৯+২+২ = ১৩
	তিস্র	II00	৩+৩+২+২ = ১০
	চতস্র	II00	৪+৪+২+২ = ১২
[illegible]	মিশ্র	II00	৭+৭+২+২ = ১৮
	খণ্ড	II00	৫+৫+২+২ = ১৪
	সঙ্কীর্ণ	II00	৯+৯+২+২ = ২২
	তিস্র	I	৩
	চতস্র	I	৪
একতাল	মিশ্র	I	৭
	খণ্ড	I	৫
	সঙ্কীর্ণ	I	৯

IND CamScanner App

কর্ণাটী তালপদ্ধতির সাতটি তাল হিন্দুস্তানী পদ্ধতিতে চতস্র জাতিতে লিখিলে নিম্নরূপ হইবে।

ধ্রুবতাল–"IOII" তিনটি লঘু ও একটি দ্রুত মিলিয়া ৪টি বিভাগে ১৪ মাত্রা।

মাত্রা–	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
তালচিহ্ন	×				২		৩				৪			

মঠতাল–"IOI দুইটি লঘু ও একটি দ্রুত মিলিয়া ৩টি বিভাগে ১০ মাত্রা।

মাত্রা–	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
তালচিহ্ন	×				২		৩			

রূপকতাল–"IO" একটি লঘু ও একটি দ্রুত মিলিয়া ২টি বিভাগে ৬ মাত্রা।

মাত্রা–	১	২	৩	৪	৫	৬
তালচিহ্ন	×				২	

ঝম্পতাল–"I ⌣ 0" লঘু, বিরাম ও দ্রুত মিলিয়া ৩টি বিভাগে ৭টি মাত্রা।

মাত্রা–	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
তালচিহ্ন	×				২	৩	

ত্রিপুটতাল–"IOO" একটি লঘু ও দুইটি দ্রুত মিলিয়া ৩টি বিভাগে ৮ মাত্রা।

মাত্রা–	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
তালচিহ্ন	×				২		৩	

অঠতাল–"IIOO" দুইটি লঘু ও দুইটি দ্রুত মিলিয়া ৪টি বিভাগে ১২ মাত্রা।

মাত্রা–	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
তালচিহ্ন	×				২				৩		৪	

একতাল–"I" কেবল একটি লঘু ও একটি বিভাগে ৪ মাত্রা।

মাত্রা–	১	২	৩	৪
তালচিহ্ন	×			

* মনে রাখিতে হইবে কেবল লঘুর মাত্রা সংখ্যা বিভিন্ন জাতিতে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু বিরাম ও দ্রুত এর ক্ষেত্রে মাত্রা সংখ্যার কোন পরিবর্তন হয় না।

IND CamScanner App